Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৬ জুন, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১৫ জুন, ২০১৫, সোমবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২

অর্জিত অধিকার রক্ষায় জোটবদ্ধ হতে হবে আদিবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১৩ জুন : তৃণমূল-বিজেপি শাসন ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট আমলে অর্জিত আদিবাসীদের অধিকার লুট করা হলে সেই অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের আরো জোটবদ্ধ হতে হবে— আজ বর্ধমান জেলা আদিবাসী অধিকার মঞ্চের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবসে এই আহ্বান জানালেন নেতৃবৃন্দ। গুসকরায় প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্য গুসকরা জোনাল কমিটির উদ্যোগে এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুরেন হেমব্রম, জেলানেতা রবীন টুডু, মিহির সরেন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সৈয়দ মহম্মদ মসীহ।

তাঁরা বলেন, খাস জমি বিলি আদিবাসীদের মধ্যে করা হচ্ছে না, বার্ধক্যভাতা নতুন করে দেওয়া হচ্ছে না, জঙ্গলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, অলচিকি ভাষায় পড়াশুনা বন্ধ হতে বসেছে, পাট্টা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, নারীদের মর্যাদা লুট করা হচ্ছে, স্কুলে আদিবাসী সংস্কৃতিক বিকাশের কোনো পাঠক্রম চালু করা হচ্ছে না—এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার পাশাপাশি রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আরও সক্রিয় হতে হবে। আদিবাসীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে পিছিয়ে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছে— প্রতিটি আদিবাসী মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

স্থায়ী কর্মীর দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ জুন : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আই সি ডি এস কর্মী সমিতির বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এদিন জেলা শাসকের কাছে ১২ দফা দাবিকে সামনে রেখে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বর্ধমান টাউন হল থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন আই সি ডি এস প্রকল্পের আধিকারিকও। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেত্রী জেলা সম্পাদিকা মনীষা চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিখা সরকার, তানিয়া বেগম, নীতা চন্দ্র, অজন্তা কেশ, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ।

দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, আই সি ডি এস কর্মীদের স্থায়ী কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, শূন্যপদ পূরণ করা এবং কর্মীদের ১৫ হাজার ও সহায়িকাদের ১০ হাজার টাকা সাম্মানিক দিতে হবে। অবসর গ্রহণকারী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ৩ লক্ষ ও সহায়িকাদের ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন অনুদান দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দু হাজার টাকা ও সহায়িকাদের এক হাজার টাকা পেনশন চালু করতে হবে।

এদিন শিল্পাঞ্চলের রানিগঞ্জে পশ্চিমবঙ্গ আই সি ডি এস কর্মী ও সহায়িকা সমিতির রানিগঞ্জ গ্রামীণ কমিটির পক্ষ থেকে সি ডি পি ও অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রানিগঞ্জের বিভিন্ন

—এরপর চারের পাতায়

সাংবাদিক খুন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পথে নামলো সাংবাদিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জুন : উত্তরপ্রদেশে সাংবাদিক খুন ও তাদের উপর বারংবার সরকারি আক্রমণের প্রতিবাদে সরব হলেন সারা ভারতের সঙ্গে বর্ধমানের সাংবাদিকরাও। এই নিগ্রহের চূড়ান্ত নিদর্শন ফেসবুকে এক এম. এল. এ-র বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় সাংবাদিক যোগেন্দ্র সিং-কে পুড়িয়ে মারার ঘটনা। আজ সন্ধ্যায় প্রেস কর্ণার থেকে একটি মোমবাতি মিছিল কার্জনগেটে এসে এক পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়।

জেলা জুড়ে পরিবেশ-কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জুন : ৫ জুন থেকে ১৩ জুন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি পালন করলো পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বিজ্ঞানকেন্দ্রগুলি। এবার বিশ্বপরিবেশ দিবসে রাষ্ট্র সংঘের শ্লোগান ছিল ''সাতশো কোটি স্বপ্ন, একটি মাত্র গ্রহ, সাবধানে সুখ ভোগ কর।'' এই আহ্বানকে সামনে রেখে বারাবনী, কুলটি, বার্ণপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর, কালনা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশ দিবস পালিত হয়। বসে আঁকো, পরিবেশ কুইজ, পদযাত্রা, পথসভা, আলোচনাসভা, বৃক্ষরোপণ, ভূকম্প বিষয়ে স্লাইড প্রদর্শনী ও আতঙ্কিত না হয়ে করণীয় কী সে সম্পর্কে প্রচারপত্র প্রকাশ ও বিলি, ব্যাজ পরানো, পোস্টারিং, বিকল্প শক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত লিফলেট

—এরপর চারের পাতায়

মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হলো মির্জা আক্তার আলিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ জুন : এখন তৃণমূলের হাতেও নিরাপদ নয় তৃণমূল। জেলাতে তৃণমূলের হাতে তৃণমূলি খুন, পাল্টা খুন চার বছরে অন্তত দশ থেকে বারোটি। আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মারপিট, জখম, মিথ্যা মামলা তো আকছার। যখনই তৃণমূলিদের হাতে তৃণমূলি খুন হচ্ছে তখনই জেলার তৃণমূলি নেতৃত্ব স্থানীয় সি পি আই(এম) নেতৃত্বকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছে। পুলিশকে দলদাসে পরিণত করা হয়েছে। যেখানেই পুলিশ নিরপেক্ষ থেকেছে, সেখানেই বদলির অর্ডার নিয়ে চলে যেতে হয়েছে।

এমনই এক তৃণমূলিদের হাতে তৃণমূলি খুনে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হলো মির্জা আখতার আলিকে। তিনি সি পি আই(এম) রায়না জোনাল কমিটির সম্পাদক। গত ৬ জুন মাধবডিহি থানার বিনোদপুর গ্রাম দখলকে কেন্দ্র করে খুন হন প্রভাত বাগ(৫৫)। এফ. আই. আর-এ নাম না থাকা সত্ত্বেও মাধবডিহি থানার পুলিশ মির্জা সাহেবকে গ্রেপ্তার করে। ১৪ জুন ৩০২, ৩০৭, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৫০৬ ধারায় বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। আদালত দু'দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। নতুন সরকার আসার পর এই নিয়ে পাঁচবার মিথ্যা মামলায় জেলে ঢোকানো হয়েছে মির্জা সাহেবকে।

১৪ জুন মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে রায়নার মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

পুলিশের হেফাজতে কোর্টের পথে মির্জা আক্তার আলি।

আরুই, ধারান, পলাশন, কাঁইতি, উচালন, দলুইদিঘী সহ বহু গ্রামে মিছিলও সভা সংগঠিত হয়।

রায়নার সি পি আই(এম) বিধায়ক বাসুদেব খাঁ জানান, সম্পূর্ণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে খুনের মিথ্যা মামলায় আমাদের ফাঁসানো হচ্ছে। গত দু'মাস আগে রায়না-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আব্দুল আলিম সেখ একইভাবে দলীয় কর্মীদের হাতে খুন হন। ১১ মে মোটরবাইক চেপে ভাগনার সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে খুন হন। সে ক্ষেত্রেও হালিম সাহেবের স্ত্রী'র দায়ের করা অভিযোগকে অস্বীকার করে আমাকে এবং দলের তিনজনকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। যদিও পরে আসল অভিযুক্তরা ধরা পড়ে। গত ১০ জুন পুলিশ মূল তিনজনকে ধরে। তাদের নাম শেখ সোরাব, অভি সরকার এবং দেবতোষ দে। পুলিশ জানিয়েছে তাদের কাছ থেকে তিনটি রিভলবার, তিন রাউন্ড গুলি এবং ২৩ কিলোগ্রাম গাঁজা মিলেছে। জেরায় তারা খুনের কথা স্বীকার করেছে। এদের মূল সাগরেদ শ্রীরামপুরের দুষ্কৃতী যিশু ওরফে নটনারায়ণ ঘোষ। ওখানে তাড়া খেয়ে রায়নাতে আশ্রয় নেয় নিরাপদে থাকার জন্য। তখনই বরাত দেয় তৃণমূলের সভাপতিকে নিকেশ করার।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিবাদসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ জুন, বর্ধমান : রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বর্ধমান জেলা শাখার ডাকে রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থ-বিরোধী ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এদিন অরবিন্দ স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকা থেকে এক বিশাল মিছিল এল টাউন হল প্রাঙ্গণে। প্রচণ্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থার পরিষেবা চালু করা, বকেয়া ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কর্মচারীদের স্বার্থবাহী সুপারিশ কার্যকরী করা, মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরি প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন সহ বিভিন্ন দাবিতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী, জেলা সভাপতি প্রণব আইচ, সম্পাদক বিশ্বনাথ

ইনসেটে বক্তব্য রাখছেন কো-অর্ডিনেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ দে।

দে এবং ১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রঞ্জিত দত্ত প্রমুখ। কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল ও বর্ধমান উত্তর দক্ষিণ মহকুমা থেকে কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ পরিচালনায় সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন প্রণব আইচ, নারায়ণ মিশ্র ও রফিকউদ্দিন আহমেদ।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝেছিল আহ্লাদীপুর

নিজস্ব সংবাদতদাতা, আহ্লাদীপুর, ১২ জুন : সমস্তরকম বাধা উপেক্ষা করে লাল পতাকায় সেজে উঠেছিল খণ্ডঘোষ থানার আহ্লাদীপুর গ্রাম। আহ্লাদীপুরের শহিদ দিবস ছিল ১২ জুন। লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে গরিব মানুষ মিছিল করে হাজির হয়েছিল ১২ জুন ১৯৭১ সালের দিনটি স্মরণে রাখতে। বক্তব্য রাখেন ভারতের কমিউনিস্টপার্টি মার্কসবাদী বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, সারা ভারত কৃষকসভার জেলা কমিটির সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উদয় সরকার। সভাপতিত্ব করেন খণ্ডঘোষ জোনাল সম্পাদক দেশবন্ধু হাজরা।

কী ঘটেছিল সেই ১২ জুন ১৯৭১ সালে? আসুন একটু ফিরে দেখি—

খণ্ডঘোষ থানার একটি অখ্যাত গ্রাম আহ্লাদীপুর। মুসলিম, বেনে, বোস্টম, রজক, আর রুইদাসদের নিয়ে ১৫০টি পরিবারের ১৫০০ জন মানুষের বাস। বর্ধমান থেকে কংগ্রেস আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনী সি আর পি এফদের সঙ্গে নিয়ে পেট্রোল ঢেলে গোটা গ্রামটা জ্বালিয়ে দেয়। ১৬টি বড়খড়ের পালুই, ১১টি বড় ধানের গোলা সহ ৮০টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ৭২ বছরের বৃদ্ধ আনসার মির্জার দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। ৬৫ বছরের বৃদ্ধ শরৎ দলুই যখন প্রাণভয়ে মাঠ দিয়ে পালাচ্ছিলেন তখন তাঁকে তাড়া করে ধরে কুপিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। সৈয়দ মির্জা প্রথমে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। পড়ে বাড়ির খবর নিতে এলে তাঁকে তাঁর খামারের মধ্যে পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

লালচাঁদ বাগদী ২২ বছরের তরতাজা যুবক, বাড়ি পাশের গ্রাম জুবিলা, তিনিও প্রাণভয়ে প্রথমে পালাচ্ছিলেন। গুণ্ডারা গুলি চালায়, পায়ে গুলি লাগে। মাঠের মধ্যে পড়ে যায়, গুণ্ডাবাহিনী পিছন থেকে ছুটে আসে। সেই অবস্থায় হাতে ছিল টাঙ্গি, সেই টাঙ্গি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। আশেপাশের মানুষও রুখে দাঁড়ায়। প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কুখ্যাত একজন দুষ্কৃতী আর ফিরে যেতে পারেনি।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝেছিল আহ্লাদীপুর। আহ্লাদীপুরই প্রথম প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল। পেরেছিল পাল্টা আঘাত হানতে। কৃষক সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল, ''মানচিত্রের সাতমহলায় নামজাদাদের পাশে নিমন্ত্রণ জুটবে এমন সংগতি আর কৌটিল্য আহ্লাদীপুরের নেই, 'পনেরো আনা'দের পংক্তি ভোজে সে শুধু একটা বাড়তি সংখ্যা—একটা সসংকোচ অবস্থিতি। ভূগোল হাঁকলো-দেউড়িতে ঝাড়লণ্ঠন, তোরনে নহবতখানা, বাড়ির চেয়ে বাগানবাড়ি বেনিয়াদের নিয়ম লাইটের মদির আমেজ আর রজতছটা কিংবা একদা জন্মেছিলেন এমন কোনো মহাপুরুষের বাস্তুভিটে অথবা মাটির গর্ভে লুকিয়ে থাকা কোনো পুরাকীর্তির সরবে আত্মপ্রকাশ? না, এসব কিছুই তার নেই, তাই নামজাদাদের পাশে মেলেনি তার ঠাঁই। কিন্তু ইতিহাস চাইলো রক্ত চাইলো যৌবন, আহ্লাদীপুর তাই দিল আর ঠাঁই করে নিল পশ্চিমবাংলার সংগ্রামের ইতিহাস বদনামীদের(?) শিরোমনির পাশে।'' লেখা হয়েছিল— 'আহ্লাদীপুর মাথা নোয়াবে না, মাথা দেবে'।

নতুন চিঠি

১৫ জুন, ২০১৫

পরিষদীয় সচিব কথা

রাজনীতি যখন শুধুই ক্ষমতার রাজনীতিতে পরিণত হয়, তখন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা মন্ত্রিত্বের লাইনে গুঁতোগুঁতি শুরু করবেন এটাই স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে এটাও স্বাভাবিক সত্য যে সকল প্রার্থীকেই তো আর মন্ত্রী করা সম্ভব নয়। সেই ফ্যাসাদে পড়েই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেত্রী আইন করে পরিষদীয় সচিব নামে প্রতিমন্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন একটি পদ তৈরি করে বেশ কিছু নেতার মন্ত্রিত্বের লিপ্সা মেটালেন। কিন্তু বেয়াড়া হাইকোর্ট গত ১ জুন সেই আইনটি বাতিল ঘোষণা করে ক্ষমতালিপ্সু পরিষদীয় সচিবদের আতান্তরে ফেলে দিয়েছে, সরকারও চরম বিপাকে পড়ে এখন কিংকর্তব্যমিমূঢ়। সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার একটি রব তুললেও আবার মুখ পুড়বে কি না সেই আশংকায়ই বোধহয় সরকার এখনও ওপথে এগুচ্ছে না। অন্যতম পরিষদীয় সচিব তাপস রায় তাঁর দীর্ঘদিনের না তোলা কয়েক লক্ষ টাকা ভাতা চেয়ে চিঠি দিয়ে বসে আছেন, কিন্তু তা এখনও থতমত সরকারের ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে। উল্টোদিকে পরিষদীয় সচিব হিসাবে এতদিন নেওয়া ভাতা ফেরত দেওয়ার প্রশ্নও উঠেছে। কিন্তু নবান্ন কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না। পরিষদীয় সচিবরা আগেও অফিসে বিশেষ বসতেন না, এখনও বসছেন না। তবে অনেকে এখনও নাকি নীলবাতি লাগানো বিশেষ গাড়িতে ঘোরার অভ্যাসটা ছাড়তে পারছেন না। অন্যদিকে বিধানসভায় পরিষদীয় সচিবদের জন্য পৃথক হাজিরা খাতা তুলে নেওয়ায় দলের ভিতরেই বিশেষ রোষের শিকার হয়ে পড়েছেন বেচারা মুখ্যসচেতক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

পরিষদীয় সচিব আইনকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃণমূল সরকারকে সত্যিই আচ্ছা বিপদে ফেলে দিয়েছেন প্রখ্যাত আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। একের পর এক বে-আইনি কাজের রেকর্ড গড়া মমতা ব্যানার্জীর সরকার অনেক ক্ষেত্রে অপরিসীম ঔদ্ধত্যে বিচারবিভাগকেও তোয়াক্কা না করার প্রবণতা দেখিয়েছে। এবার তাঁর 'যতো পারো লুটে নাও, খাও দাও নাচো গাও' সরকার কোন পথে এগোয়, সেটাই দেখার।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাঙ্গালিদের লবন তৈরি করা বন্ধ করেছিল কবে?
২. যদুনাথ সরকার এবং ড. চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমনকে কবে নাইট উপাধি প্রদান করা হয়?
৩. ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এর সাহায্যে ভারতে কোথায় কবে ভোট নেওয়া হয়েছিল?
৪. সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জি কবে লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হন?
৫. 'সিভালিয়র অব দ্য লিজিয় দ্য নর' খেতাব কোন দেশ কবে শুরু করে? ভারতের মধ্যে প্রথম এই খেতাব পেয়েছিলেন কে? কবে পান?
৬. আগ্রায় তাজমহলে শায়িত মমতাজ বেগমের আসল নাম কী? কার মেয়ে? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৭. কালাজ্বরের প্রতিষেধক কে আবিষ্কার করেন? তাঁরকবে কোথায় জন্ম?
৮. বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম কবে কোথায় শুরু হয়েছিল?
৯. অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বিভক্ত হয়ে সীমান্ধ্র রাজ্য কবে গঠিত হয়? প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে হন?
১০. ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রথম কবে বিমান চলাচল শুরু হয়?
১১. তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর কবে বিলুপ্তি ঘটে?
১২. বিশ্বের বনভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কোন দেশে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

পরিবেশ নিয়ে কিছু বিশেষ কথা

অরুণ মজুমদার

আজকের দিনে সমাজবিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র গাছপালা নদী-পাহাড় এই সবের মধ্যেই পরিবেশকে সীমাবদ্ধ করে রাখেন না। রুটি-রুজির সঙ্গে রুচিরও একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বান্ধবগোত্রীয় একটি পরিবেশই রচনা করতে পারে।

উৎপাদনপদ্ধতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, গ্রাম-নগরের সম্পর্ক এ-সব নিয়ন্ত্রণের দায়ের সিংহভাগটাই পরিবেশের উপর বর্তায়।

আমাদের এক প্রাজ্ঞ পুরুষ জানিয়েছিলেন বৈশ্যতন্ত্র অচিরেই বিশ্বের ভালমন্দের দায়ভার গ্রহণ করবে। সম্ভবত এই বৈশ্যরাই আজকের কর্পোরেট জগৎ। বিষমধাতুর মিলন ঘটিয়ে এরা ভীষণ উপকারী খাদ্যবস্ত্র ঔষধপথ্য ইত্যাদি তৈরি করে। আরো তৈরি করে ফসলের বেড়ে ওঠা লালন-পালনের প্রতিটি পর্যায়ের ওপর বিভিন্ন সার, কীটনাশক ফসলের পুষ্টি সাধনের বিবিধ উপকরণ। শুধুই ফসল নয়, মানুষের জন্মলগ্ন থেকে, জন্মলগ্নই বা বলছি কেন জন্মের অনেক আগে থেকেই, আয়োজন চলে মায়েদের বুদ্ধিমান সন্তান-সন্ততির মা হবার জন্য আয়োজন। ইদানীং বৈশ্যরা কারখানায় এক নামে তৈরি করে পণ্য অন্যকোনো নামে বিপণন করে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের মননের পরিবেশকে এরা প্রভাবিত করায় প্রয়াসী হয়। জেনেশুনেই আমাদের দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা লোভের বশবর্তী হয়ে এদের ফাঁদে ধরা দেন। এরা হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করে মানুষের অচেতন মনের সুযোগ নিয়ে। বহুনন্দিত একটি উপন্যাস 'ঝড়'-এর নায়ক রাশিয়ান, তাকে বোঝাচ্ছে একজন আমেরিকান সাংবাদিক—'তোমাদের দেশে একটি নতুন সাবান তৈরি হলে বিজ্ঞাপনে শুধুই জানানো হয় কী কী উপাদান আছে এতে, কী উপকার হতে পারে। আর আমাদের দেশের সাবানের বিজ্ঞাপনে সুন্দরী নারীরা স্নান করেন স্বল্পবাস পরে, মানুষ মুগ্ধ হয়, কিন্তু সাবানের গুনাগুণ থাকে না। এ ভাবেই চলে বোধহয় বৈশ্যতন্ত্র। আমাদের শাসকরা এদেরই স্বার্থবাহী। যে-কোনও অজুহাতে বিচারব্যবস্থা এদের প্রতিই অনুকম্পা প্রকাশ করে। তার জন্য আত্মজনের জন্য বিদেশে জলপানি পাবার অবাধ অধিকার। প্রায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ভুপালে ইউনিয়ন কারবাইডের গ্যাস দুর্ঘটনার কথা। ফসলের কীটনাশক তৈরি হত এ কারখানায়। কোনো এক রাতে গ্যাস লিক্ করে ছড়িয়ে পড়লো এলাকার শ্রমিক বসতিতে। ত্রিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারালেন শিশু-বৃদ্ধ-মহিলা নির্বিশেষে। এত প্রাণঘাতী কোম্পানির ডিরেক্টর এবং চেয়ারম্যানকে ইউরোপে পালিয়ে যেতে দেওয়া হল নিরাপদে। এখনো পর্যন্ত কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি কোনক্রমে বেচে থাকা অথর্ব বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ মানুষ। এক সময় ভূপাল গিয়ে দেখে এসেছি কারখানা এবং তার পাশ্ববর্তী এলাকার কঙ্কাল—এক যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতি। ইউনিয়ন কার্বাইডের কিছু হয়নি। কীটনাশক ব্যবহার এখনো চলছে সমস্ত ফসলে। এর কোনটাই মানুষের পরিবেশবান্ধব নয়। যা ছোট ছোট প্রাণ শেষ করতে পারে, তারা বড় জীব বা মানুষের শরীরে কোনো ক্ষতি করবে না তা কি বিশ্বাসযোগ্য?

ঠিক এই মুহূর্তে তৈরি হয়েছে তৈরি খাবারে বা ফাস্টফুডে রাসায়নিক ব্যবহার নিয়ে তোলপাড় অবস্থা। ইদানীং খবরের কাগজ বা টেলিভিশন খুললেই চোখে পড়বে বিভিন্ন পণ্যের আমড়াগাছি আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞাপন। একটা পানীয় ছেলেদের আলাদা মেয়েদের আলাদা, ছেলেমেয়েরা যারা ডাক্তারি পড়বে তাদের আলাদা, যারা সাঁতার কাটবে তাদের আলাদা, বৃদ্ধদের আলাদা, বৃদ্ধাদের আলাদা। মানুষ গিলছে এগুলি, নইলে এত বিজ্ঞাপন প্রচার করে কীভাবে? ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্যাকেটজাত হরেকরকম খাবার খাচ্ছে সারাদিন ধরে। টিফিনও ওই প্যাকেটজাত খাবার। কোনোটা দু-মিনিটে কোনোটা আরো সহজতর পন্থায় খেয়ে নেওয়া যায় বা পান করা যায়। বড়রাও কেউ কেউ জলখাবার হিসাবে এইসব খাবার খাচ্ছেন। এইসব খাবারগুলি খুবই স্বাদু ছোট বড় সবার কাছেই। এর স্বাদ বাড়ানোর জন্য যেসব উপাদান এতে মেশানো হয় তা শিশুদের তো বটেই, বড়দেরও শরীরে নানাবিধ বিষের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের একটি আদালত একটি বহুজাতিক সংস্থার পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। একটি পরীক্ষায় জানা গেছে ওইসব খাবারে নানাবিধ রোগ সৃষ্টিকারী উপাদান প্রভূত পরিমাণে বর্তমান। এইসব পণ্যের বিজ্ঞাপনদাতাদেরও অপরাধীর তালিকায় তুলছে আদালত। বিচার কী হবে আমরা জানি, কারণ শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিত্তের কাছে নীতি পরাভূত হয়েছে অতীতে বার বার।

একটি পণ্য নিয়ে সোরগোল, বাকিগুলি কি সব সাধু পদ্ধতিতে মানুষকে মুগ্ধ করে? একটি কোম্পানি পাঁচশত কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপনে আর মাত্র তার পাঁচ শতাংশ খরচ করে গবেষণায়। বিপণনটাই প্রধান, মানুষের স্বাস্থ্য—গৌণ।

বিজ্ঞাপনের গরু গাছে চড়ে—ছোট বেলায় এরকম গল্প শুনতাম। এখন প্রত্যক্ষ করছি। কোনো ওষুধ খেলে ছেলেমেয়েরা লম্বা হচ্ছে। প্রতিমাসেই বাড়ছে। মাথায় তেল মাখলে কোনো টেনশন থাকবে না —বিজ্ঞাপনের কী বাহার।

একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়ান। অগুন্তি প্যাকেট ঝুলছে খাবারের। দাম ৫ টাকা থেকে ৩৫ টাকা পর্যন্ত। এগুলি অবশ্যই স্বাদু, কিন্তু উপকরণ মানুষের পক্ষে হিতকর নয়। সরকার অবশ্য অনেকগুলিকে চিহ্নিত করছে। এদের মধ্যে আছে রুচি ইন্টারন্যাশনাল, সি জি ফুডস, ই. প্রা. লিঃ, গ্ল্যাক্সো, স্মিথক্লাইন কনজিউমার হেলথকেয়ার লিঃ, ম্যাগিখ্যাত নেসলে ইণ্ডিয়া লিঃ, এ এ নিউট্রিসন লিঃ, আই টি সি লিঃ এবং আরো কয়েকটি।

এদের খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ধাতুর উপস্থিতির মাত্রা সর্বোচ্চ। সিসা ২.৫ এম জি কেজি, তামা ৩ এম জি কেজি, আর্সেনিক ১.১ মিলি পার মিলি, টিন ২.৫০ মিলি কেজি, ক্যাডমিয়াম ১.৫ মিলি কেজি, জিঙ্ক ৫০ মিলি কেজি—এই সীমানা ছাড়ালে জীবদেহের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন পানীয়ের মাত্রাছাড়া কল্প বিজ্ঞাপনও সরকারের নজরে এসেছে।

আজকাল মননের পরিবেশকে দূষিত করার জন্য প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন ছাপছে উদ্ভট সব বিজ্ঞাপন দিয়ে। কয়েক ঘন্টায় মনোমত মানুষকে বশীকরণ করা সহ পরীক্ষা মামলা মোকদ্দমায় পাস ইত্যাদিতে তাবিজ-কবজের ব্যবস্থা। এরও আবার স্পেশাল, সুপার স্পেশাল ব্যবস্থাদি আছে।

টি ভি চ্যানেলে সকালবেলায় শুধু খবরটুকু বাদ দিলে বিভিন্ন সাধুসন্তদের অমৃতবাণী শোনানোর ব্যবস্থা থাকে। এরা বিগ হাউসের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও আর সব চ্যানেলে জ্যোতিষবাবাজীদের দেখা যায়। সুন্দরী সহকারী নিয়ে ভাগ্যগণনা করেন এবং যাগযজ্ঞ কবজ-তাবিজের হাল হকিকৎও জানিয়ে দেন।

মুখের ক্রিমের বিজ্ঞাপনদাতারা কেন ওদের প্রোডাক্ট আফ্রিকায় দেখান না? তা হলে তো ওখানকার সব মানুষই ফর্সা অপরূপ হয়ে যেতেন।

জননেতা দিলীপ সরকারের খুনিদের শাস্তির দাবিতে স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১২ জুন : 'আমরা জানি আমাদের প্রিয় নেতা দিলীপ সরকারকে কারা হত্যা করেছে। আমরা এও জানি পশ্চিমবাংলার তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকতে প্রকৃত খুনিরা গ্রেপ্তার হবে না। কিন্তু চিরদিন তো এভাবে যাবে না।' ৯ জুন বার্ণপুরের বাসস্ট্যাণ্ডে শিল্পাঞ্চলের প্রিয় নেতা দিলীপ সরকারের শহিদ হবার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে কথাগুলি বলেন সি পি আই(এম) নেতা ও সি আই টি ইউ-এর জেলা সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী। সংগঠনের হীরাপুর জোনাল কমিটির উদ্যোগে বার্ণপুর বাসস্ট্যাণ্ডে এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন অশোক মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নেতা বামাপদ মুখার্জী, সি পি আই(এম) নেতা পার্থ মুখার্জী, মনোজ দাস, অমিতাভ মুখার্জী ও দিলীপ সরকারের স্ত্রী ও মহিলা নেত্রী শেফালী সরকার প্রমুখ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা মিলছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১১ জুন : 'প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই, সঠিক পরিষেবা ব্যাহত হবে'—বননবগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই নোটিশে চাঞ্চল্য ছড়ালো আউশগ্রামে।

১০ জুন এই নোটিশে জানানো হয়েছে ১০ এবং ১১ জন ডাক্তারের অভাবে সঠিক পরিষেবা মিলবে না এবং পরবর্তী সময়েও মাঝে মাঝে পরিষেবা বিঘ্নিত হবে। বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম-১ ব্লকের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক এ বিষয়ে জানান, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বারবার জানানো হলেও গুরুত্বপূর্ণ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দরকার মতো চিকিৎসক পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়েই ডাক্তারের অভাবে ফার্মাসিস্ট বা মেডিকেল স্টাফ দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। অসুবিধার কথা সেজন্য নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে।

কিন্তু এই নোটিশ দেখে খুবই আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় গ্রামের মানুষ। কেননা এই প্রত্যন্ত এলাকার একটি মাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ঘিরে জঙ্গলমহলের ১০-২০টা গ্রামের মানুষ খানিকটা পরিষেবা পেয়ে থাকেন। দৈনিক তিন চারশো রোগীর আনাগোনা। গত তিন চার বছর ধরেই গ্রামীণ মানুষদের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সকালে এসে বিকালে ফিরতে হয়।

প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা স্থানীয় বাসিন্দা মঙ্গলা মারাডি জানান, আমরা খুবই আতঙ্কিত। দুর্বিষহ এই দাবদাহে প্রতিদিনই কোনো না কোনো গ্রামের মানুষ অসুস্থ হচ্ছেন। বমি পায়খানা তো লেগেই আছে। ডাক্তার না থাকায় আমরা গরিব মানুষরা খুবই চিন্তায় পড়ে গেছি। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার মুখে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন। চিকিৎসায় কোনো উন্নতি নেই। যেটুকু এখানে হয়েছে সবই বামফ্রন্টের আমলে।

তিনি আরও বলেন, আমরা গ্রামের মানুষেরা এর প্রতিবাদ করছি। আগামী দিনে আমরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে যাবার পরিকল্পনা করছি।

খনি বন্ধের চক্রান্ত : ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১০ জুন : কয়লা খনি বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে ই সি এল-এর কুনুসতোরিয়া এরিয়া অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন কয়লাখনির শ্রমিকরা। সংবাদে প্রকাশ ই সি এল কুনুসতোরিয়া এরিয়ার আমড়াসোতা ও পড়াসিয়া ৬-৭ ইনক্লাইন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা বেপরোয়াভাবে কিছু শ্রমিককে অন্যত্র বদলি করেছে। সি আই টি ইউ নেতৃত্বের দাবি, খনিতে কয়লা মজুত থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ও সি পি করার কারণে ই সি এল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিষয়ে সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি একমত হয়ে তীব্র বিরোধিতা করেন।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী, শ্রমিক নেতা মনোজ দত্ত, কিশোর ঘটক, সরোজ মল্লিক প্রমুখ। বংশগোপাল চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জি এম-এর কাছে স্মারকলিপি দেন।

ঋণশোধ

শিবানন্দ পাল

রাজ্যের কোষাগার শূন্য অর্থাৎ ভাঁড়ে মা ভবানী। রীতিমতো শঙ্কা জাগানোর মতো কথা বলছেন অর্থমন্ত্রী খোদ রাজসভাতে। বলছেন, এই সরকারের দিনগুলো কোন রকমে কেটে গেলেও আগামী দিনে যে সরকার আসবে তারা এসে বুঝবে হাঁড়ির কী হাল! কেন না আগামী বছর রাজ্য সরকারকে যে পরিমাণ ঋণশোধ করতে হবে তার দ্বিগুণ পরিমাণ ঋণশোধ করতে হবে তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১৭-১৮ সালে।

অর্থমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি আছে বলতে হবে! ২০১৫ তে বসে ২০১৮-র কথা ভাবছেন! তা তখন উনি থাকবেন না কি অন্য কেউ আসবে! বেড়ে ভাবনা মশাই! তা ব্যাপারটা কী?

ব্যাপারটা খুবই সহজ! ঋণ শোধ করতে গিয়ে ফের ঋণ নিয়েছেন, তাই সাফাই গাইছেন!

হ্যাঁ ঠিক। আমরা ঋণের দুষ্টু চক্রে পড়ে গিয়েছি।

কথায় বলে, ঋণ হচ্ছে কাবলের। তাবলে বামফ্রন্ট আমলের ঋণ তো আর রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস নয়, যে শেষ পৃষ্ঠায় না পৌঁছান পর্যন্ত পাঠক জানতেই পারবে না ঋণের পরিমাণ কত! তাছাড়া যেসব আর্থিক সুবিধা বামফ্রন্টের সময়ে ছিল না, সেই সুবিধাগুলো পেয়েও তো আপনারা রাজ্যের ঋণভার বাড়িয়ে চলেছেন? মানুষ এসব কথায় ভুলবে না।

বিরোধী নেতা বললেন, ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন আপনাদের অনেকগুলি সুবিধা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি ঋণকে দীর্ঘমেয়াদি করে ২০ বছরের অর্থাৎ অনেক বেশি কিস্তিতে শোধের সুযোগ করে দেওয়ায় প্রতি কিস্তিতে টাকা শোধের পরিমাণ, দায়ও অনেক কমে গিয়েছে। তাছাড়া সুদের হারও কমিয়ে দিয়েছে। এমনকি রাজ্যবাসীর স্বল্পসঞ্চয়ে জমানো টাকা, যা বামফ্রন্টকে ঋণ হিসাবে নিতে বাধ্য করত কেন্দ্রীয় সরকার, সে ব্যাপারটাও তুলে দিয়েছে।

বিরোধী নেতার প্রশ্নের ধাক্কায় থতমত খেয়ে ঢোঁক গিললেন অর্থমন্ত্রী। সামনে রাখা গেলাস থেকে জল খেতে গিয়ে বিষম খেলেন। পাশে 'ষাট ষাট' আওয়াজ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন পার্থদা বসে আছেন। মনে একটু বল পেয়ে মাইকের সামনে মুখ নিয়ে নরম গলায় কিছু বলতে চাইলেন। তার আগেই বিরোধী নেতা আবার মাইক ধরলেন। বললেন, এতদিন তো গান গাইছিলেন বাম সরকার ঋণ করে গিয়েছে। তা এখন ৩৪ বছরের ঋণে এই সংকট নয় বলছেন কেন? হঠাৎ বেসুরো হলেন?

বিরোধী আর এক সদস্য বললেন, আসলে মিত্র মশাইয়ের ঘাড়ে ঋণের বোঝা স্পন্ডিলাইটিস-এর মতো। তাই স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি যে টাকা ধার করেছেন তা সবই পুরাতন ধার শোধে এবং তার সুদ প্রদানের খরচ আর কি!

মামার বাড়ি আরকি! পশ্চিমবঙ্গ ঋণের পাহাড়ে চাপা পড়বে! সেই ভয়টাই উনি দেখাচ্ছেন।

ঠিক!

ঠিক ঠিক!! সমস্বরে রাজসভায় আওয়াজ উঠল।

মিত্র মশাই ফের মাইক ধরবার চেষ্টা করলেন। বললেন, গত চার বছরে আমরা ৭৬ হাজার কোটি টাকা দেনা শোধ করেছি। এর মধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকা সুদ বাবদ, ২৬ হাজার কোটি টাকা আসল বাবদ।

তা হলে তো ঋণভার অনেক কমে যাওয়া উচিত মশাই! কিন্তু কমছে কোথায়? রাজসভায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হল।

কোথায়! কোথায়!!

বিরোধী আরেক সদস্য বললেন, আপনাদের তো প্রতিটি টাকা তিনবার ভেবে খরচ করবার কথা! তা এমন দানছত্র চালাচ্ছেন কোন সাহসে?

বিরোধী প্রথম সদস্য তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, বুঝছেন না, বীরদর্পে মরে প্রমাণ করতে চায় বামফ্রন্ট সরকারের পাপ আমাদের বাঁচতে দিল না!

অসন্তুষ্ট বিরোধী নেতা ক্ষোভপ্রকাশ করে বললেন, অনুৎপাদক কাজ, মেলা-উৎসবে খরচ, আর দেদার অনুদান বিলোতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী দেদার ঋণ নিয়ে চলেছেন। আসলে এখানে আর্থিক নৈরাজ্য চলছে! রাজ্যবাসী কি এইজন্য আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে?

অর্থমন্ত্রী তখন আমতা আমতা করে বলবার চেষ্টা করলেন, ২০১১ সালে আমরা যখন ক্ষমতায় আসি, তখন রাজ্যে ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৩৫ কোটি টাকা। আর ২০১৫ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা।

এই তো একটা হিসেব বের হল! তার মানে গত চার বছরে আরো ঋণ নেওয়া হয়েছে। সেটা তাহলে কত টাকা! বিরোধী নেতা নিজের মুখে মুখেই হিসেব কষতে কষতে বললেন, ৮২ হাজার ৯৬৫ কোটি টাকা। এর থেকে দেনা মেটাতে খরচ হয়েছে ৭৬ হাজার কোটি টাকা। বাকিটা তাহলে সরকারি কাজে লেগেছে বলছেন! ঋণের টাকায় এই সরকার চলছে!

অর্থমন্ত্রী আমতা আমতা করে ঘাড় নাড়লেন। মনে ভয়, কোথাও ধরা পড়ে গেলেন বুঝি।

বিরোধী নেতা এবার বললেন, ৬ হাজার ৯৬৫ কোটি টাকা! পুরনো ঋণ চোকাতে রাজস্ব আদায় মূল ওষুধ নয় তাহলে। ঋণের ওপরে ঋণ, তার উপরে ঋণ কাজ করে চলেছে! কিন্তু মশাই ঋণ নিয়ে রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটালে রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটে। আমরা করে দেখিয়েছি। আর তার সাহায্যে ঋণ শোধও হয়। আপনারা তো তা করছেন না! ঋণ থেকেই যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী?

অর্থমন্ত্রী আমতা আমতা করে বললেন, বললাম যে, আমরা ঋণের দুষ্টুচক্রে পড়ে গিয়েছি। বাম সরকার ২০১০-১১ সালে ঋণ নিয়েছিল ১৯৭০৫ কোটি টাকা। আর ২০১৪-১৫ সালে বর্তমান সরকার ঋণ নিয়েছে ২২৮০৩ কোটি টাকা। এমন কিছু বেশি নয় স্যার! রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতে মোটেই বেশি ঋণ নয়, কমই বলা যায়!

—কিন্তু আপনার অঙ্ক তো বলছে রাজ্যের ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে।

—তা ঠিক। এই ধরুন বর্তমান বছরে ঋণশোধ করতে হবে ৮৮৭৭ কোটি টাকা আর ২০১৭-১৮ সালে ঋণ শোধ করতে হবে ৯৭৮১ কোটি টাকা। আর তার পর ... !

—তার পরের বছর মানে ২০১৮-১৯ বর্ষে ঋণশোধ করতে হবে ১৮৩৫৯ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ! এই বলতে চাইছেন তো!

—দ্বিগুণ নয় স্যার!

—হ্যাঁ।

—যা মনে করেন স্যার! আসলে বাম সরকারের সময়ের ঋণগুলো ম্যাচিওরিটির সময় হয়েছে তো!

—থামুন মশাই! আপনার কথা শুনলে ঘোড়াও হাসবে। একি জীবনবিমার পলিসি যে ম্যাচিওরিটির জন্য বেশি টাকা হবে! এই তো হিসেব বাজেট বইতে দেখা যাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে অর্থাৎ ২০১০-১১ সালে রাজ্যের মোট ঋণ ছিল ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৮৭ কোটি টাকা। এটা শুধু ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের নেওয়া ঋণ নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ধারাবাহিক মোট পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ। এর জন্য ২০১০-১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারকে সুদে-মূলে গুণতে হয়েছিল ১৯৬০৭ কোটি টাকা। ওই হিসেব অনুসারে চলতি বছরে রাজ্য সরকারকে ঋণ শোধ করতে হতো ৩২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু আপনার হিসেব তো অন্য রকম বলছে!

—আমি যেমন স্কুলে পড়েছি স্যার! শুধু গত তিন আর্থিক বর্ষেই রাজ্য সরকার মোট ৬৩৪০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে বাজার থেকে।

—তাহলে তো ২০১৫-১৬ সালের শেষে রাজ্যের মোট ঋণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা। তাই বলুন! এই পাঁচ বছরে আপনার হাত দিয়ে ঋণ দাঁড়াচ্ছে অতিরিক্ত প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা। হ্যাঁ। এবার গলা ঝেড়ে বিরোধী নেতা বললেন, আপনারাও যে ঋণ নিয়েছেন সে কথাটা পরিষ্কার করে বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি সত্যই একজন ভদ্রলোক। বামফ্রন্ট সরকার যে পরিমাণ ঋণ নিত, তার থেকে অনেক বেশি ঋণ প্রতি বছর বাজার থেকে নিয়ে চলেছেন আপনারা, জনগণকে সেটা বলুন! আপনাদের সরকার দেউলিয়া সরকার!

—ঠিক বলেছেন স্যার। নিজের নেওয়া এই তিন বছরে ঋণের সুদ ও আসল বাবদ গুণতে হয়েছে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা স্যার! ভাল লাগে বলুন!

—ঋণের বোঝা বাড়লেও তা রাজ্য সরকারের পক্ষে সহনীয় থাকে যদি রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ে, রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়ে। তা আপনারা টাকা মাটি, মাটি টাকা উৎসব, ক্লাব মহোৎসব ইত্যাদি করবেন তো রাজস্ব আদায় বাড়বে কী করে! শিল্প তো একটাও করতে পারলেন না। আমাদের তৈরি সিঙ্গুরটাও উল্টে দিয়ে এখন বুঝতে পারছেন তো কত ধানে কত চাল!

—তা বেশ বুঝতে পারছি স্যার! হাজার হোক আপনি আমার সিনিয়র। অভিজ্ঞতা বেশি।

—তা হলে এবার থেকে সত্যি কথাটা বলতে থাকুন। স্পষ্ট করে।

—আসলে স্যার, দিদি ... !

—ভয় দেখাবেন না। আগামীতে যে নতুন সরকার আসবে ঋণশোধ করতে নাভিশ্বাস উঠবে, ওসব আবোলতাবোল ভুতের ভয় দেখাবেন না। বামেরা ক্ষমতায় আসবে ভয়কে জয় করেই। আর তারাই সিধে রাস্তা বাতলে দেবে কেমন করে ঋণ শোধ করতে হয়!

—যা মনে করেন স্যার!

বর্ধমান হাসপাতালের পরিষেবার দুরবস্থা : দেখভালের জন্য অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ জুন : বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। প্রতিদিনই সুপারের কাছে রোগীর পরিবারের লিখিত অভিযোগ জমা পড়ছে। অলিখিত অভিযোগ যোগ করলে পাহাড়প্রমাণ দাঁড়াবে। তদন্ত কমিটিও হচ্ছে। কিন্তু বর্ধমান হাসপাতাল সেই বর্ধমান হাসপাতালেই আছে। আবার যেটুকু পরিষেবা সাধারণ রোগীরা পায়, তা হয় দাদা অথবা দালালের মাধ্যমে।

জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন এক নির্দেশে ছ'জন অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং দু'জন মহকুমা শাসককে নিয়মিত ভিজিট করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন। ঐ নির্দেশ বলে প্রত্যেক আধিকারিককে বিভাগ ধরে ধরে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এদের কাজই হলো নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের দৈনন্দিন রিপোর্ট ১৫ দিন অন্তর জেলাশাসকের ফরম্যাটে জমা দিতে হবে।

জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে ঝাড়খণ্ড, বিহার, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও হুগলি থেকে হাজার হাজার রোগী আসেন। এর মধ্যে জরুরি রোগীরা বেশিটাই বাইরের জেলা থেকে আসেন। স্থানীয় অপেক্ষা বাইরের জেলার রোগীরা পরিষেবা থেকে বেশি বঞ্চিত হয়। অভিযোগে জানা যায় ২ টাকা টিকিট ছাড়া সবই এখন বাইরে থেকে কিনতে হয়। সাদা চিরকুটে ডাক্তাররা লেখেন। ভর্তি হওয়ার সুযোগ মেলে দাদা অথবা দালাল ধরে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে উৎপল কুমার বিশ্বাসকে (অতিরিক্ত জেলাশাসক) ক্যাসুয়েল ব্লক সার্জারি (মহিলা) সহ কয়েকটি, অশোক কুমার সাহা (অতিরিক্ত জেলা শাসক)- কে

আইসোলেশন সহ কয়েকটি ওয়ার্ড, রত্নেশ্বর রায় (অতিরিক্ত জেলাশাসক) - কে ইর্মাজেন্সি, ক্যাজুয়েল ব্লক সহ কয়েকটি ওয়ার্ড, অরুণ কুমার রায় (সদর উত্তর মহকুমা শাসক)-কে নিউবিল্ডিং, কাজ কুমার রায় (সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক) কে থ্যালাসেমিয়া ইউনিট,দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পরিষেবার অনেকটাই উন্নত হবে বলে ওয়াকি মহল সূত্রের খবর।

এ ব্যাপারে হসপিটাল সুপার উৎপল দাঁ-কে প্রশ্ন করলে জানান, এর ফলে প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে, সমন্বয় গড়ে উঠবে।

যে দুটি অভিযোগকে ঘিরে হাসপাতাল তোলপাড় এবং শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলি এখন কী পর্যায়ে একটু দেখে নেওয়া যাক। গত ১০ জুন প্রসূতি বিভাগে গুসকরার পিউ বেজকে ভুল রক্ত চালালে সংকটাপন্ন রোগীর পরিবার সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। রোগী এখন বেশ ভালো আছেন। তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে। রিপোর্ট জমা পড়েনি।

গত ১২ জুন এক জুনিয়ার মহিলা ডাক্তারকে হাসপাতালের সাফাইকর্মী শ্লীলতাহানি করে। অভিযোগে জানা যায় ঐদিন রাত ডিউটি সেরে বিশ্রামঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ঐ অভিযোগকারী ডাক্তার। সাফাইকর্মী প্রসুন নায়েক বিশ্রামরত অবস্থায় শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করলে চিৎকারে আশপাশ থেকে অন্যান্য স্টাফরা তাকে ধরে ফেলে। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুপার কাজ থেকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দিল এ বি টি এ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জুন, বর্ধমান : প্রতি বছরের মতো এবারও মাদ্রাসা, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দিল বর্ধমান জেলা এ বি টি এ। রাজ্যে স্থানাধিকারীদের মধ্যে মোট ১০জনকে এ বি টি এ হলে সংবর্ধনা দিলেন সংগঠনের প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক অধিক্রম সান্যাল। তিনি কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সাফল্য আরও বাড়ুক এবং তা যেন সমাজের কাজে লাগে। যুক্তি দিয়ে বুঝে নিন কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। এছাড়া কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরাও নিজ নিজ বক্তব্যে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার করেন।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক নুরুল হক, আশিস নন্দী এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী।

যাঁরা সংবর্ধিত হলেন—

উচ্চ-মাধ্যমিক : দীপায়ন বিশ্বাস (৪৮৫) : বারাবনি মনোহরলাল হাইস্কুল, জয়জিৎ পাল (৪৮১) : বর্ধমান টাউন স্কুল, শঙ্খদীপ ঘোষ (৪৮১) : মেমারি বিদ্যাপীঠ-২।

মাধ্যমিক : রোহিত কুমার (৬৭৮) : আসানসোল রেলওয়ে বিদ্যাপীঠ, সৌগত ঘোষ (৬৭৮) : কাটোয়া কাশীরাম দাস হাইস্কুল, বর্ষা দাস (৬৭৭) : কুলটি গার্লস হাইস্কুল, প্রাচী কর (৬৭৬) : মানকর গার্লস হাইস্কুল, শঙ্খ প্রামানিক (৬৭৪) : আসানসোল বয়েজ হাইস্কুল।

হাইমাদ্রাসা

গোলাম মোস্তাফা (৭০৯) : পাঁচপাড়া হাইমাদ্রাসা, জাফরিন সুলতানা (৬৯৮) : কুলগোরিয়া হাইমাদ্রাসা।

১৩ জুন রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে এস. এফ. আই ও ডি. ওয়াই এফ. আই-এর উদ্যোগে ২২টি স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস. এফ. আই-এর রাজ্য সভানেত্রী মধুজা সেনরায়, ডি. ওয়াই. এফ. আই-এর জেলা সম্পাদক পরেশ পাল, প্রাক্তন ছাত্র-যুব নেতা আভাষ রায়চৌধুরী, বংশগোপাল চৌধুরী, পুরপ্রধান অনুপ মিত্র, উপপুরপ্রধান সুনীল খন্ডেলওয়াল, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ দীক্ষিত সহ বিশিষ্ট চিকিৎসক, বহু শিক্ষক ও শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ।

সারা ভারত কৃষকসভার ডেপুটেশন ও জমায়েত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩ জুন : শ্রমআইন এবং জন-বিরোধী জমি-অধিগ্রহণ বিল বাতিল করা, সহায়ক মূল্যে কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় ইত্যাদি ১৩ দফা দাবিতে সারা ভারত কৃষকসভার পূর্বস্থলী ১নং এবং ২নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে দুটি ব্লকে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এজন্য ১নং ব্লকের পূর্বস্থলীর শ্রীরামপুরে এবং পূর্বস্থলীর ২নং ব্লকের পাটুলিতে জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামপুরের জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সুব্রত ভাওয়াল, সাকাউৎ হোসেন, মলয় চক্রবর্তী, প্রবীর মজুমদার, সাহাদুল খান প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের স্থানীয় জোনাল কমিটির সম্পাদক রতন দাস।

পাটুলির জমায়েতে বক্তব্য রাখেন প্রদীপ সাহা, বিন কাসেম সেখ এবং সারা ভারত কৃষকসভার পক্ষে প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। দাবিপত্র পাঠ করেন কৃষক নেতা রণজিৎ মাহাত। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রবীণ নেতা মহম্মদুল হক।

পূর্বস্থলীতে যুবকর্মীদের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৯ জুন : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পূর্বস্থলীতে রক্তদান করলেন ৮৫ জন যুবকর্মী। সংগঠনের পূর্বস্থলী ২নং উত্তর লোকাল কমিটির ডাকে ছাতনী বামস্ট্যাণ্ডে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন যুবনেতা সুব্রত ভাওয়াল। উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর। তিনি রক্তদানকে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে উল্লেখ করে যুবকর্মীদের আরও সক্রিয় হয়ে সাধারণ মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন। রক্ত সংগ্রহ করেন কালনা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক-এর ডাক্তার ও কর্মীরা।

এর আগে ৫ জুন সংগঠনের উদ্যোগে কালেখাতলায় এক রক্তদান শিবিরে ১২ জন যুবতী সহ ৫২ জন যুবকর্মী রক্তদান করেন।

পার্থিনিয়াম : পথে নামলো যুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী : বিশ্ব পরিবেশ দিবস ভাবনাকে সামনে রেখে সাফাই অভিযান যুব-কর্মীদের।

আজ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পূর্বস্থালী ২নং দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে, কালনা-কাটোয়া রোডের, ছাতনী থেকে বেলা বার মোড় অবধি এস টি কে কে রোডের দু-পাশকে পার্থিনিয়াম মুক্ত করার কাজ শুরু হয়। প্রায় ৭০ জন যুবকর্মী এই সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই-এর পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক বিনকাশিম সেখ, সাইফুল সেখ, বীরেশ্বর নন্দী, রতন ঘোষ প্রমুখ। সকাল ৭ টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই সাফাই অভিযান চলে।

আই সি ডি এস কর্মীদের ডেপুটেশন

—প্রথম পাতার পর

অঞ্চল থেকে প্রায় দুইশত কর্মী ও সহায়িকা এই ডেপুটেশনে অংশ নেন।

১২ জুন পশ্চিমবঙ্গ আই সি ডি এস কর্মী ও সহায়িকা সমিতি রানিগঞ্জ গ্রামীণ কমিটির পক্ষ থেকে সি ডি পি ও অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

রানিগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী ও সহায়িকা এই ডেপুটেশনে অংশ নেন।

সর্বত্রই আই সি ডি এস কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

জীবনাবসান

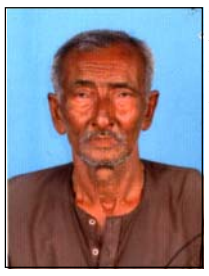

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ জুন : হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বর্ধমান সদরের প্রবীণ সি পি আই(এম) কর্মী সেখ জিল্লার রহমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। ৭০-৮০-র দশকে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। পরে সি আই টি ইউ সংগঠনের সাথেও যুক্ত হন। দীর্ঘদিন মুটিয়া মজুরের কাজও করেন। তীব্র দারিদ্রের মধ্যেও তিনি আদর্শে অবিচল ছিলেন। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা। আজ সকালে নেড়োদিঘিতে তাঁর বাসভবনে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গণেশ চৌধুরী, সি পি আই(এম) নেতা দেবু রায়, অশোক ঘোষ, মৃণাল কর্মকার শ্রীকান্ত ঘোষ, চন্দন সোম সহ স্থানীয় সংগঠনের কর্মী ও সমর্থকরা।

মিথ্যা মামলায় ...

—প্রথম পাতার পর

ঘটনার পরের দিন ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতেরা সকলেই তৃণমূল কর্মী সমর্থক বলে জানা যায়। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকেও অভিযোগ করা হয় সভাপতির একসময়ের বন্ধু বাপ্পা এই খুনে জড়িত। দারকেশ্বর ও দামোদর নদীর বালি খাদান ও লাগোয়া রাইসমিলগুলির কাছ থেকে তোলাবাজি নিয়ে দুই বন্ধুর বিরোধ।

সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটির ডাকে রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাও-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। মিথ্যা মামলা, পুলিশের দলদাসের বিরুদ্ধে বর্ধমান জেলাতেও ১৬ জুন থানা ঘেরাও হবে। ঐদিন মাধবডিহি থানতাতেও ভুক্তভোগী মানুষের ঢল নামবে।

পরিবেশ-কর্মসূচি

—প্রথম পাতার পর

বিলি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি নানাবিধ কর্মসূচি বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে গৃহীত হয়। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে স্কুলগুলিতে দ্বিতীয় দফায় গ্রীষ্মবকাশ চলাকালীন সময়েও সামাজিকভাবে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-শ্রমিক সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানগুলি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। স্থানীয় ভাবে রাইসমিলের দূষণ, শিল্পাঞ্চলের ধ্বস-গ্যাস-ছাই ও পেশাগত নিরাপত্তার প্রশ্ন, জলাভূমি বোজানো, কৃষিতে রাসায়নিক দূষণ, শৌচাগার না থাকার সমস্যাও পানীয় জলের সংকট ও দূষণের প্রসঙ্গগুলি ওঠে আসে। অনুষ্ঠানগুলিতে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুনীল সাঁই, হীরক চৌধুরী, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রণয় গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ পাল, শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কিংশুক মুখার্জী, অরুন্ধতী ভাদুরি, প্রসূন রায়, সজল বসু, চম্পা সোম, অশোক পাঠক, সঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিদ্যুতের অব্যবস্থার : ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১০ জুন : অস্বাভাবিক লোডশেডিং, অত্যধিক বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ একাধিক দাবিতে সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির উদ্যোগে রানিগঞ্জ ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন রুণু দত্ত। এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আজাদী প্রসাদ, কল্লোল ঘোষ, দিব্যেন্দু মুখার্জী ও রুণু দত্ত। সংবাদে প্রকাশ, কয়লাখনি অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহর রানিগঞ্জে সম্প্রতি লোডশেডিং তীব্রভাবে বেড়ে গেছে। অদক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো ছাড়াও লো ভোল্টেজের ফলে বহু দামি দামি বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এই দাবদহে তিতিবিরক্ত। তাঁরা বলছেন, অবিলম্বে সমস্যা না মিটলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

প্রশাসনের ঔদাসীন্যে দেহ পড়ে থাকলো ৭ মাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১২ জুন : প্রশাসনের ঔদাসীন্যে মেমারি হাসপাতালের মর্গে থাকা দুটি দেহ দাহ করতে সময় লাগলো সাত মাস। অজ্ঞাতপরিচয় দেহ-দুটির একটি পুরুষ এবং অপরটি মহিলার। প্রশাসনিক নিয়মে হাসপাতালে অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ ৭ দিনের বেশি রাখার নিয়ম নেই। কিন্তু ৭ মাস ধরে পরে থাকলো কী করে, মেমারির সাধারণ মানুষের প্রশ্ন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুরসভা, বিডিও, পুলিশ প্রশাসন সর্বত্র জানানো সত্ত্বেও দীর্ঘ ৭ মাস পরে ১১ জুন মেমারি পুরসভা ও থানার উদ্যোগে পুরসভার শ্মশানে ওই দেহ-দুটি দাহ করা হয়।

বিয়ে ভেঙে দিলো পাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : স্রেফ সচেতনতার অভাবেই পোলিওকে জিনবাহিত বংশগত রোগ ভেবে মালা বদলের সময় বিয়ে ভেঙে দিল পাত্রী লক্ষ্মী চৌধুরী। তার ধারণা বিয়ের পর ছেলেমেয়ে হলে তাদেরও এই রোগ হবে। পাত্রীর অভিযোগ পোলিওর কথাটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বর্ধমান থানার আই সি বলেন, মেয়ের বাড়ি থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি তবে আমরা এই ঘটনার উপর সর্তক নজর রাখছি।

নাম/পদবী পরিবর্তন

- আমি মহিমা বিবি পিতা প্রয়াত হারু সেখ। সাকিম বাহিরসর্বমঙ্গলা পাড়া, থানা ও জেলা—বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমানে নিকট ২৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে এক এভিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম Sk. Entaj যা তার স্কুল রেজিস্টারে ভুলবশত Intaj Khan নথিভুক্ত হয়েছে। Sk. Entaj ও Intaj Khan , S/O Mahima Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি অমিত মণ্ডল, পিতা - প্রয়াত সাধনচন্দ্র মণ্ডল, গ্রাম ও পোঃ - ধুলুক, থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৮ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার নাম সৌরিমা মণ্ডল (Sourima Mondal), যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সুরিমা মণ্ডল (Shurema Mondal) নথিভুক্ত হয়েছে। সৌরিমা মণ্ডল (Sourima mondal) এবং সুরিমা মণ্ডল (Shurema Mondal) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি কাশেম সাহানা, পিতা - আইনাল সাহানা, গ্রাম - অর্জুনপুকুর, পোঃ ও থানা - নাদনঘাট, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৫ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম জিসান সাহানা, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত জিসান জাকেরিয়া সাহানা নথিভুক্ত হয়েছে। জিসান সাহানা এবং জিসান জাকেরিয়া সাহানা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৭৮৯ সালের ৩ জুন; ২। ১৯২৯ সালের ৪ জুন; ৩। গোয়াতে, ১৯৯৯ সালের ৪ জুন; ৪। ২০০৪ সালের ৪ জুন; ৫। ফ্রান্স, ১৮০২ সালের ৬ জুন, চন্দননগরে সমাজ সেবক দুর্গাচরণ রক্ষিত, ১৮৯৬ সালে; ৬। অর্জুমন্দ বানু, বাংলার মেয়ে, ১৬৩১ সালের ৭ জুন; ৭। ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ১৮৭৩ সালের ৭ জুন, বর্ধমান জেলার সরডাঙা গ্রামে; ৮। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন, ম্যানচেস্টারে; ৯। ২০১৪ সালের ৮ জুন, চন্দ্রবাবু নাইডু; ১০। ১৯৪৮ সালের ৮ জুন; ১১। ১৯৪৩ সালের ১০ জুন; ১২। রাশিয়া।

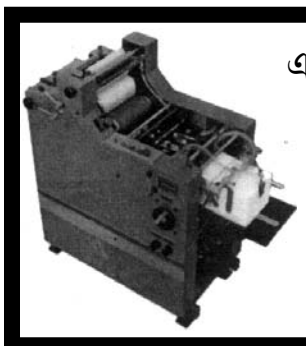

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

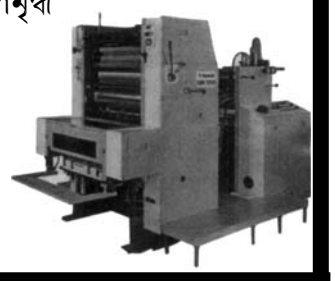

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা